দৈনিক সংবাদ

তারিখ 14 MAY 1988
পৃষ্ঠা ৪ কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

034

প্রশ্নপত্রে বিভ্রান্তি ও ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রসমাজ

রাজশাহী শিক্ষাবোর্ডের সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে বিভ্রান্তির কারণে পরীক্ষার্থীদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। যেমন: বাংলা ১ম পত্র ১১ (খ) (আ) নং প্রশ্নে—'জীবন বড় মধুময় শুধু এই জন্য যে এই মাধুর্যের অনেকটাই স্বপ্ন ও কল্পনা দিয়ে গড়া' (পাঠ সংকলন ১৯৮৩, পৃষ্ঠা ৮৯) এ কথা কে কাকে এবং কেন বলেছিলেন? অথচ কেউ, কাউকে এবং কোন কারণে একথা বলেনি। কথাটি ঔপন্যাসিকের স্বগতোক্তি মাত্র। প্রশ্নটা তাই নিতান্ত নিরর্থক।

বাংলা ২য় পত্র ১ (ছ) নং প্রশ্ন-'সম্বন্ধ পদ কারক নয় কেন? পাঠক্রম বহির্ভূত।

ধারাবাহিকভাবে বিজ্ঞানবিষয়ক কোন রচনা প্রশ্নে নেই। 'শিক্ষাঙ্গনে শৃঙ্খলা রক্ষায় ছাত্রদের দায়িত্ব ও কর্তব্য' সম্পর্কে রচনা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কাছে মাত্রাবোধবিবর্জিত অত্যধিক প্রত্যাশা বৈকি।

সাধারণ বিজ্ঞান (সমন্বিত) ২য় পত্র ১(ক) প্রশ্নে—'একটি প্রাণিকোষের চিত্র অংকন করে উহার—এবং একই প্রশ্নপত্রে ৩(খ) প্রশ্নে—'শ্বসন বলিতে কি বুঝ?' কিংবা ৫(ক) 'সুষম খাদ্য বলতে কি বোঝ?' ৬(ক) 'পরিপাক কাহাকে বলে?' সাধু-চলিতের এইরূপ গুরুচণ্ডালী পরিহার্য ছিল।

ভূগোলে ৫, ৬ ও ৭ নং প্রশ্নে পরপর 'আগ্নেয়গিরি কাহাকে বলে', 'সমভূমি কাহাকে বলে', 'নিম্নচাপ কাহাকে বলে', 'সমুদ্রস্রোত কাহাকে বলে' একই বাক্যধারার ব্যবহার বাংলা ভাষার দৈন্যদশাই দেখিয়েছে। গণিত (আবশ্যিক) ৫নং অথবা প্রশ্নে (পি ৪৬ স্থলে পি ৬৪) এই অত্যাবশ্যক সংশোধনী দেওয়া হয়নি।

সাধারণ বিজ্ঞান (সমন্বিত) তত্ত্বীয় ৮(ঘ) নং প্রশ্নে 'ইথানাস' যৌগের সংকেত বোর্ডের প্রশ্নকর্তা আবিষ্কার করলেও শিক্ষার্থীদের তা জানা নেই।

বাংলা পরীক্ষকগণের প্রতি প্রধান পরীক্ষকের নির্দেশিকায় পৃষ্ঠা ৪ (গ) 'বিদুষী', 'গরীয়সী' ভুল বানান লেখা হয়েছে। পরীক্ষকগণ এই ভুল শিরোধার্য করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন পরীক্ষার্থীরা। বাংলাদেশ টেলিভিশনের কল্যাণে বহুল প্রচারিত 'বহুব্রীহি' বানানও নির্দেশিকায় ভুল হয়েছে। 'উপমিত' হয়েছে 'উপমতি'।

(ঙ) 'উপনদী'-নদীর সদৃশ—অব্যয়ীভাব নির্দেশিত হয়েছে। অথচ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্ট বুক বোর্ড প্রকাশিত 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণে' ১০১ পৃষ্ঠায় এবং জনাব কামরুল হুদা (স্বয়ং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক) প্রণীত 'ব্যাকরণ কোষ' পৃষ্ঠা ৫১-এ 'নদীর ক্ষুদ্র' উল্লিখিত।

নির্দেশিকা (জ) তদ্ধিত প্রত্যয় উল্লিখিত। এ প্রসংগে সর্বজনগ্রাহ্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সরল ভাষা—প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণের (নবীন সংস্করণ) ২৩৮ পৃষ্ঠায়—'সেবা করে বা করিতেছে যে এই অর্থে √সেব্ + আইত = সেবাইত। (বাংলা পদ্যে 'সেব্ ধাতু হইতে জাত সেবিনু, সেবিয়াছে ইত্যাদি পদের প্রয়োগ মেলে।')—অনুধাবনযোগ্য ছিল।

উপরন্তু জানা গেছে যে, যেসব পরীক্ষক অভিধান ও ব্যাকরণের শুদ্ধতা অনুসরণ করে ইতোমধ্যে কিছু উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেছেন, প্রধান পরীক্ষকগণ তাদেরকে নির্দেশিকা অনুসরণ করেননি বলে অনুযোগপত্র পাঠাচ্ছেন এবং (ভুলে ভরা) নির্দেশিকা অনুসরণের তাগিদ দিয়েছেন।

প্রতিষ্ঠিত শুদ্ধতা ও পরীক্ষার্থীদের স্বার্থ সংরক্ষণে বোর্ড কর্তৃপক্ষ এসব সম্পর্কে কি কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন এবং ভবিষ্যতে করবেন, আমরা তা জানবার অপেক্ষায় রইলাম।

তাহিরা কুসুম
মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী
সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
পাবনা।